গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
প্রশাসন-০৩ শাখা
www.mefwd.gov.bd

স্মারক নম্বর:- ৫৯.০০.০০০০.১০৬.০৬.০১০.২১-৩৭০

তারিখ: ১৫ পৌষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
৩০ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের নৈতিকতা কমিটি'র ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ২য় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ৩০.১২.২০২১ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের নৈতিকতা কমিটি'র ২য় সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

৩০/১২/২১
(ফারুক আহাম্মদ খান)
সহকারী সচিব
healthad3@gmail.com

বিতরণ: **(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)**

০১. মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা
০২. অতিরিক্ত সচিব (জনসংখ্যা, প:ক: ও আইন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
০৩. অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
০৪. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
০৫. মহাপরিচালক, নিপোর্ট,আজিমপুর, ঢাকা
০৬. মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, ঢাকা
০৭. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
০৮. যুগ্মসচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
০৯. যুগ্মসচিব (প্রশাসন) সদস্য ও ফোকাল পার্সন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
১০. যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
১১. উপসচিব (পার-১), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
১২. উপসচিব (প্রশাসন-১) ও বিকল্প ফোকাল পার্সন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
১৩. প্রোগ্রামার, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ (ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

অনুলিপি সদয় অবগতি জন্য :
০১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ঢাকা
০২. অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নৈতিকতা কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মো: আলী নূর
সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ
তারিখ : ৩০-১২-২০২১ খ্রি:
সময় : বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা

এ বিভাগের সচিব এবং সভাপতি নৈতিকতা কমিটি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের জন্য বাস্তবভিত্তিক এবং বাস্তবায়নযোগ্য ও লক্ষ্যকেন্দ্রিক হওয়া উচিত। শুদ্ধাচার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট Goal থাকা অত্যন্ত জরুরী। তবেই শুদ্ধাচার পরিকল্পনার লক্ষমাত্রার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন না হলেও অধিকাংশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

এরপর তিনি যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও ফোকাল পয়েন্ট, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২০২২-কে সভার আলোচ্যসুচি উপস্থাপনের আহ্বান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ফোকাল পয়েন্ট অদ্যকার সভার আলোচ্যসূচি সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন:

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পদ/শাখা/দপ্তর
১	শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ১ম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা	এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও ফোকাল পয়েন্ট এ বিভাগ ও অধীনস্থ অধিদপ্তরসমূহ বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের যে কৌশল অবলম্বন করেছেন তা সভা-কে অবহিত করেন। অত:পর সভাপতি মহোদয় সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট কৌশলসহ বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং শুদ্ধাচার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সবাইকে গুরুত্বসহকারে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিগত ১ম সভার কার্যবিবরণীর অনুমোদন ও বাস্তবায়ন আরোও জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	এ বিভাগ/অধিনস্থ সকল অধিদপ্তর
২	কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম এর অগ্রগতি পর্যালোচনা	এ প্রসংগে সভাপতি বলেন, প্রতিটি অফিসের কর্মপরিবেশ সুন্দর হওয়া জরুরি। এতে কাজের গতি বৃদ্ধি পায়। তিনি সরকারি মেডিকেল কলেজের ক্যাম্পাস, বারান্দা ও করিডোর বেসরকারি মেডিকেল কলেজের চেয়ে অনেক নোংরা, অপরিস্কার ও অপরিচ্ছন্ন থাকার বিষয়টি সকলের নজরে আনেন। সরকারি মেডিকেল কলেজের করিডোরে দৃষ্টিনন্দন টবের গাছ দ্বারা সুসজ্জিতকরণের বিষয়ে তিনি সভায় আলোকপাত করেন। অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। অকেজো গাড়িসমূহ নিয়ম মেনে বিনষ্ট করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি সভায় গুরুত্বারোপ করেন। যেহেতু এখানে কোন আর্থিক বিষয় সংশ্লিষ্ট নহে তাই যত দ্রুত সম্ভব নিয়ম অনুযায়ী নষ্ট ও অকেজো গাড়ি অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে তিনি জানান। এ প্রসঙ্গে মহাপরিচালক, নিপোর্ট বলেন, মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে এপর্যন্ত ১টি বাদে সকল অকেজো গাড়ি অপসারণ করা হয়েছে। উক্ত ১টি গাড়ি দ্রুততার সহিত নিয়ম মাফিক অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	কর্মপরিবেশ উন্নয়নে অকেজো মালামাল অপসারণের নিমিত্ত নিলাম কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এবং স্ব স্ব দপ্তরে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম বেগবান করার জন্য এবং এ বিষয়ে পাক্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ মহাপরিচালক (সকল)

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পদ/শাখা/দপ্তর
৩	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য এবং অন্তরায় চিহ্নিতকরণ	আলোচনার শুরুতেই স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অসুবিধাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং এক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করা হয়। নিজ নিজ দপ্তরে যথাযথভাবে এপিএ বাস্তবায়ন ও শুদ্ধাচার চর্চা অব্যাহত রাখা, যথাসময়ে অভিযোগ নিষ্পত্তিসহ তথ্য অধিকার আইনে যথানিয়মে তথ্য প্রদান করা, সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়নসহ স্ব স্ব দপ্তরে উদ্ভাবন চর্চা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তসমূহের কতিপয় সিদ্ধান্ত আংশিক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অচিরেই তা পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	এ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং উদ্ভাবনী চর্চা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসন অনুবিভাগ
৪	আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন সংক্রান্ত	আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এর ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ৪টি কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে: পিপিএ ও পিপিআর অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা যথাসময়ে প্রণয়নপূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়াও ইজিপির মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করার জন্য সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন, ইজিপির মাধ্যমে এ বিভাগের ক্রয় প্রক্রিয়া গত অর্থবছর হতে শুরু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহাপরিচালক, নিপোর্ট বলেন, নিপোর্টের সকল ক্রয় প্রক্রিয়া ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ক্রয় প্রক্রিয়া ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি সভায় গুরুত্বারোপ করেন। ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন।	চলতি অর্থবছরে এ বিভাগ ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার সকল ক্রয় প্রক্রিয়া ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সম্পাদনের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ উন্নয়ন অনুবিভাগ
৫	দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক কার্যক্রম	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক ৫টি কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মতো স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যক্রমেও মনিটরিং সিস্টেম হালনাগাদ করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে সভাপতি ২টি সরকারি মেডিকেল কলেজ ক) সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও খ) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ এবং টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ, বগুড়া ও বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা-এ ২টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজকে টার্গেট করে নিবীড় মনিটরিং এর আওতায় আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। কোন মেডিকেল কলেজে কত জন শিক্ষক ও কত জন শিক্ষার্থী প্রতিদিন ক্লাসে অংশগ্রহণ করছে তা এ বিভাগ হতে পরিবীক্ষণ এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী মাসের মধ্যেই এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, আগামী মাসে বেসরকারি ২টি মেডিকেল কলেজের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিগণকে নিয়ে ২টি সভা করা হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের গুণগত মানোন্নয়নে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা) তিন সদস্যের কমিটির মাধ্যমে এ পরিবীক্ষণ কাজ সম্পাদন করবেন।	প্রশাসন অনুবিভাগ/উন্নয়ন অনুবিভাগ/ মহাপরিচালক (সকল)
		সভায় সভাপতি বলেন, পেনশন কার্যক্রম এখনও ঠিকমত অনলাইনে হচ্ছে না। এ বিষয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন বলে তিনি জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, এর জন্য একটা সফটওয়্যার প্রয়োজন। আগামী এক মাসের মধ্যে এ সংক্রান্ত একটা সফটওয়্যার তৈরির বিষয়ে তিনি সভায় গুরুত্বারোপ করেন। সভায় তিনি জানান, অনলাইনে কোন দপ্তর/সংস্থা পেনশন প্রদান করে থাকলে তার আদলে এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। আগামী কোয়ার্টারে নৈতিকতা কমিটির সভায় এ ব্যাপারে অগ্রগতি জানানোর জন্য তিনি সভায় গুরুত্বারোপ করেন। এ বিষয়ে উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, রাজবাড়ী বলেন, শুরু থেকে এ পর্যন্ত রাজবাড়ী জেলার	এ বিভাগ ও এর সংশ্লিষ্ট দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদনের নিমিত্ত একটি সফটওয়্যার তৈরীর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। আগামী সভায় এ বিষয়ে অগ্রগতি জানাতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/উন্নয়ন অনুবিভাগ/ মহাপরিচালক (সকল)

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পদ/শাখা/দপ্তর
		পরিবার পরিকল্পনার আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/পরিদপ্তরের মোট ০৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পিআরএল এ যাওয়ার ছয় মাস আগে ই-মেইলে কাগজপত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। তারপর পরবর্তী কার্যক্রম সমূহ দ্রুততার সহিত শেষ করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পেনশন প্রদান করা হয়। উক্ত কাজের জন্য সভাপতি উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, রাজবাড়ীকে ধন্যবাদ জানান। এ বিভাগের আওতাধীন সকল অফিসকে নিজ দায়িত্বে এ সংক্রান্ত উদ্যোগ গ্রহণের অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, টাঙ্গাইল বলেন, আগামী এক বছরের মধ্যে যারা পিআরএল এ যাবেন তাদের একটি তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এ কাজে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পেনশন রেকর্ড রেজিস্টারে নিয়মিত লিপিবদ্ধ করার কথা তিনি উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে গণশুনানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পেনশন এর দুটি অভিযোগ পাওয়ার বিষয়টি সভাপতি সভাকে অবহিত করেন। গণশুনানিতে মন্ত্রণালয় হতে ফোকাল পয়েন্ট অথবা অন্য কোন অফিসার যুক্ত হবেন বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত সচিব (জনসংখ্যা পরিবার কল্যাণ ও আইন) বলেন, পেনশন কার্যক্রমটি ইনোভেশনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যেতে পারে।		
		সরকারি ঔষধ বিতরণ ব্যবস্থা ডিজিটালাইজডকরণ এবং চিকিৎসক/প্যারামেডিক্স কর্তৃক প্রদত্ত প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী সেবা গ্রহীতাদের ঔষধ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এর বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ প্রসঙ্গে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন, লালকুঠিতে অবস্থিত মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত একটি সফটওয়ার প্রস্তুত করা হয়েছে, যার আদলে উপপরিচালকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল এবং রাজবাড়ীতে ঔষধ বিতরণ ব্যবস্থা ডিজিটালাইজড করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।	আগামী ০১ মাসের মধ্যে ঔষধ বিতরণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত সফটওয়্যার প্রস্তুতের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। চলমান MIS- এর সাথে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করতে হবে।	উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, টাঙ্গাইল/ রাজবাড়ী
		ডিজিটাল মনিটরিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মস্থলে উপস্থিতি যাচাই বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এর আওতাধীন সকল দপ্তরে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত হাজিরা নিশ্চিতকরণের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্টদের অবহিত করেন।	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের হাজিরা সফটওয়্যার এর মাধ্যমে মনিটরিং নিশ্চিতকরণ এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসন অনুবিভাগ ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৬	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও ফোকাল পয়েন্ট সভাকে জানান যে, প্রতি কোয়ার্টারে ১টি করে মোট ৪টি সভা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত। এর মধ্যে চলতি অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক এর ২য় সভা আগামী মাসের ২য় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে।	২০২১-২০২২ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক ফিডব্যাক সভা আগামী জানুয়ারি/২২ মাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যে আয়োজনের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসন অনুবিভাগ

০২। অত:পর সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩০/১২/২১

(মো: আলী নূর)
সচিব
ও
সভাপতি
নৈতিকতা কমিটি
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ